সাজানো বিচার

সাক্ষীহীন সাজানো বিচারশালায় একা আমি,
অভিযুক্ত আসামী.....নিঃসঙ্গ.....সম্বলহীন।
আমার বিচার চলে প্রতিদিন.....কতকাল ধরে-
দীর্ঘ কোন ক্লান্তিকর টেলি-সিরিয়ালের মতো।
মিথ্যা আর সত্যের দোদুল্যমান অনিশ্চয়
সংশয় কন্টকিত ক'রে তোলে আগামী সময়;
তবুও হাপিত্যেশ করি না কোনো, অপেক্ষায় থাকি
শেষ বিচারের ক্ষীয়মান আশায়।

নকল বিচারশালায় আসামীর কাঠগড়ার ক্ষুদ্র পরিসর
আমার জীবন প্রবাহকে বেঁধে রাখতে চায় জন্মাবধি যেন
;
দীর্ঘ এ বিচারের শেষ হবে না, মনে হয়, কোনো দিনও!
অনিশ্চিত অপেক্ষায় ক্লান্তিময় দিন গোনা সার,
অভিযুক্ত আসামী আমি, দেখে চলি সাজানো বিচার।

অলীক স্বপ্নের মতো স্ফুলিঙ্গরা জ্ব'লে উঠে নিভে যায়,
শেষ বিচারের প্রতীক্ষারত ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়
-
রঙিন তারিখগুলো ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা থেকে টুপ্‌টাপ্
খসে পড়ে,
আমার বিচার চলে প্রতিদিন....কতকাল ধরে!

যবনিকা! নেমে এসো প্রতীক্ষিত মুহূর্তকে নিয়ে।
আমার হাতে অন্ততঃ তুলে দাও পাত্রভরা বিষ-
সাঙ্গ ক'রে বিচারের শেষ রায় দান।
ঘুম ভেঙে উঠে এসো তখন তুমি বৃদ্ধ সক্রেটিস!
স্মৃতিভার ঝোলা ভর্তি ক'রে।
শেষ বিচারের উপভোগ্য শাস্তিদান কালে -
তুমি থেকো পাশে আমার মৃত্যুদূত ছাড়া,
পাত্রভরা বিষপানের পরম মুহূর্তটিতে
পুনরাবৃত এই সাজানো বিচারশালায়।

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনিদ্র সংশয়

তুমি শেষ পর্যন্ত কি বলবে, তা ঠিক জানিনা। বোধের পরম
আশ্রয়ে ঠাঁই নিতে সংশয় এখনো কাটেনি আমার। তার
দোলা খেতে খেতে..... দোলা খেতে খেতেই যাচ্ছে দিন , য
াচ্ছে রাত.....
মাঝেমধ্যে বেশ অনুভব করি সম্পর্কের জমিটা আমাদের
যেন কেঁপে উঠছে.....হঠাৎ হঠাৎ দুলে উঠছে ঘর-বাড়ি-
দেওয়াল,
আমার সংসার.....সব। সেই কবে থেকে বিশ্বাসের পুরনো
ইমারতে একটু একটু চিড় খেতে খেতে এমন মস্ত মস্ত ফাটল।
ফাটলের আনাচে - কানাচে দেখছি পরগাছা সব অবিশ্বাসের
দ্রুত গজিয়ে ওঠা....শুনছি তাদের গোপন ফিস্‌ফাস .....মৃদু
গুঞ্জন.....
তারই মাঝে বসে থেকে থেকে গুনছি সময়, আর আছি শোনার
অপেক্ষায় আমার অপূর্ণ সাধ-আশা-স্বপ্নে জল ঢেলে দেবার
মতোই
তোমার ওই মুখ-নিঃসৃত চূড়ান্ত সেই 'না'। যদিও জানিনা,

তুমি শেষ পর্যন্ত কি বলবে। সত্যিই তা ঠিক জানিনা আমি.....

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়